সংবিধান

(চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত)

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সংবিধান
পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে (২০১৭) সংশোধিত-সংযোজিত

প্রকাশক ঃ কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট, ২০১৭

দাম ঃ ২০ টাকা

সূচিপত্র ঃ

১। অধ্যায় ঃ ১ # নাম ও পরিচিতি/৫
২। অধ্যায় ঃ ২ # মতবাদ/৬
৩। অধ্যায় ঃ ৩ # আন্তর্জাতিক সংগঠন/৭
৪। অধ্যায় ঃ ৪ # পতাকা/৯
৫। অধ্যায় ঃ ৫ # কর্মসূচি/৯
৬। অধ্যায় ঃ ৬ # নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল/১১
৭। অধ্যায় ঃ ৭ # পার্টি-সংগঠন/১৩
৮। অধ্যায় ঃ ৮ # পার্টি-সদস্য/১৪
৯। অধ্যায় ঃ ৯ # পেশাদার বিপ্লবী ও/বা সার্বক্ষণিক কর্মী/১৭
১০। অধ্যায় ঃ ১০ # পার্টির কাঠামো/১৮
১১। অধ্যায় ঃ ১১ # পার্টির সাংগঠনিক নীতি/১৯
১২। অধ্যায় ঃ ১২ # পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন/২১
১৩। অধ্যায় ঃ ১৩ # পার্টির স্থানীয় সংগঠন/২৩
১৪। অধ্যায় ঃ ১৪ # পার্টির প্রাথমিক সংগঠন/২৪
১৫। অধ্যায় ঃ ১৫ # আন্তঃপার্টি সংগ্রাম/২৫
১৬। অধ্যায় ঃ ১৬ # সংবিধান সংশোধন ও স্থগিত রাখা/২৬
১৭। অধ্যায় ঃ ১৭ # অর্থ ও আর্থিক নীতি/২৬

অধ্যায় ঃ ১

নাম ও পরিচিতি

১নং ধারা ঃ

"পূর্ব বাংলা" বা বর্তমান "বাংলাদেশ"-এর সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন, তথা কমিউনিস্ট আন্দোলন অবিভক্ত ভারতবর্ষে বিগত শতকের ২০-দশকে সূচিত হয়েছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ৫০-দশকের শেষার্ধে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদের উদ্ভব হয় এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদে অধঃপতিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে সারা দুনিয়ার মত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনও বিভক্ত হয়ে যায়। প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা মাওচিন্তাধারাকে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নেন।

কিন্তু বিভিন্ন লাইনগত দুর্বলতা ও বিচ্যুতির কারণে প্রথম থেকেই আমাদের দেশে এই আন্দোলন বহুধা বিভক্ত ছিল। ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রেণির একটি একক বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠার বদলে কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এর মাঝে কমরেড সিরাজ সিকদার প্রতিষ্ঠিত আমাদের পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ছিল অন্যতম প্রধান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি।

তাই, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি হলো "পূর্ব বাংলা" বা বর্তমান "বাংলাদেশ"-এর সর্বহারা শ্রেণির অন্যতম বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি। ঐতিহাসিক কারণে এখানে প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের যে সকল কেন্দ্র ছিল সেগুলোর বিভিন্ন লাইনগত বিচ্যুতি ও শত্রুর দমন নির্যাতনে অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন দুর্বলতাসহ দু'একটি কেন্দ্র ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং এসব কেন্দ্রের বাহিরেও অনেক সর্বহারা বিপ্লবী বিভক্ত অবস্থায় রয়ে গেছেন।

বিগত শতকের মাওবাদী আন্দোলনের সারসংকলনের প্রক্রিয়ায় সমগ্র বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মালেমা'র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে একটি একক ঐক্যবদ্ধ মালেমা-বাদী পার্টি গড়ে উঠবে যা এদেশের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে এককভাবে ভূমিকা রাখবে।

– পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, যা বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের অংশ, এবং যা বিশ্বব্যাপী এই সর্বহারা বিপ্লবের অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার জন্য গঠিত।

২নং ধারা ঃ

ক) বর্তমানে "বাংলাদেশ" নামে পরিচিত দেশটির ঐতিহাসিক নাম হলো "পূর্ব বাংলা"।

খ) দূর অতীত থেকেই বাংলা ভাষাভাষীদের সমগ্র অঞ্চল, তথা, আমাদের এই "পূর্ব বাংলা" ও বর্তমানে ভারতের অন্তর্ভুক্ত "পশ্চিম বাংলা" একত্রে প্রধানত একটি একক ভাষাভিত্তিক ও এক জাতিভিত্তিক একটি অখণ্ড অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত ছিল। যা বৃটিশ ভারতেও দীর্ঘ দিন অব্যাহত ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাহ্যত প্রশাসনিক কারণে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থানুসারী রাজনৈতিক কারণে প্রথম অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করে। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সৃষ্টি হয়।

গ) পরবর্তীতে এই বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও পুনরায় বৃটিশ শাসনের অবসান লগ্নে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া রাজনীতিক পার্টি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যোগসাজশে সমগ্র ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার প্রক্রিয়ায় বাংলাকেও বিভক্ত করা হয়। ১৯৪৭-সাল থেকে বাংলার পূর্ব অঞ্চল তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হয়। এবং "পূর্ব বাংলা" নামে পরিচিত হয়।

ঘ) পাকিস্তান আমলে একটা সময় পর্যন্ত আমাদের এ ভূখণ্ডের উপরোক্ত নামই অব্যাহত থাকে। কিন্তু একটা পর্যায় পরে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত শোষণ-নিপীড়নের সহায়তার জন্য তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একে "পূর্ব পাকিস্তান" নামে অভিহিত করা হতে থাকে।

ঙ) '৭১-সালে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত ও তার অধীন "বাংলাদেশ" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবং তখন থেকে এর নতুন নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ"।

চ) বর্তমানে এই দেশটি "বাংলাদেশ" নামেই বেশি পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হলো পূর্বোক্ত সমগ্র বাংলা অঞ্চলের একটি অংশমাত্র। বাংলার পশ্চিম অঞ্চল বৃটিশ ভারতের পর থেকেই ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, এবং "পশ্চিম বাংলা" নামে পরিচিত। সুতরাং সঠিকভাবে আমাদের বর্তমান দেশটির পরিচয় হচ্ছে "পূর্ব বাংলা"। যেহেতু একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে "বাংলাদেশ" নামে এদেশটি এখন দেশে ও বহির্বিশ্বে পরিচিত, তাই, একে "বাংলাদেশ" নামেও অভিহিত করা চলে।

অধ্যায় ঃ ২

মতবাদ

৩নং ধারা ঃ

ক) আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণি, ও তার অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির মতবাদ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ।

খ) উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কস তার সাথী এঙ্গেলসকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসের নামানুসারে এই বিজ্ঞান "মার্কসবাদ" নামে পরিচিত হয়।

গ) উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পুঁজিবাদ বিকশিত হয় সাম্রাজ্যবাদে। এই নতুন পরিস্থিতির যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও সমাধান দিয়ে লেনিন মার্কসবাদকে নতুন স্তরে বিকশিত করেন। যা "লেনিনবাদ" নামে পরিচিত হয়।

ঘ) লেনিনের মৃত্যুর পর কমরেড স্ট্যালিন লেনিনবাদকে রক্ষা করেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেন, সুসংহত করেন ও বিকশিত করেন এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন।

ঙ) স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন পথচ্যুত হওয়ার মধ্যে নিপতিত হয়, সে সময়, অর্থাৎ, বিগত শতকের মাঝামাঝি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাও সেতুঙ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পথ দেখান। মাও অর্ধশতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে চীন বিপ্লব ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মধ্য দিয়ে, বিশেষত চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, তার তিনটি প্রধান অঙ্গ, অর্থাৎ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শন– এ সবগুলো ক্ষেত্রেই গুণগতভাবে বিকশিত করেন, এবং এর মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবের এই বিজ্ঞানকে গুণগতভাবে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেন। এভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিকশিত হয়ে উন্নীত হয় "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ" বা "মালেমা"-এ।

৪নং ধারা ঃ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি সকল ধরনের সংশোধনবাদ, বিশেষত ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভপন্থী রুশীয় সংশোধনবাদ, চীনা-তেংপন্থী নয়াসংশোধনবাদ, হোক্সাপন্থি গোঁড়ামিবাদী সংশোধনবাদ, ট্রটস্কিবাদ, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি, অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ, সংসদীয়বাদ, জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন ধরনের বিলোপবাদ প্রভৃতি অসর্বহারা মতাদর্শের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিসরে ও দেশীয় ক্ষেত্রে অব্যাহত ও দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করাকে পার্টির মতাদর্শগত শুদ্ধতা বজায় রাখা ও উন্নত করা এবং পার্টির মতবাদকে সমুন্নত রাখার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে মনে করে।

অধ্যায় ঃ ৩

আন্তর্জাতিক সংগঠন

৫নং ধারা ঃ

ক) সর্বহারা শ্রেণি একটি আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রেণি। বিশ্বব্যাপী তার স্বার্থ ও কর্মসূচি অভিন্ন। যদিও দেশভেদে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে তার প্রয়োগ বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়া পরিগ্রহ করে।

সুতরাং সূচনা থেকেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মার্কসবাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিকতাবাদী মতবাদকে শুধু তুলে ধরে তা নয়, বরং আন্তর্জাতিক চরিত্রবিশিষ্ট একটি একক সংগঠনেও নিজেকে সংগঠিত করে।

খ) মার্কস ও এঙ্গেলস গঠন করেছিলেন "প্রথম আন্তর্জাতিক"। পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গ) মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক" গঠন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে আদর্শগত অধঃপতনের মধ্য দিয়ে এরও বিলোপ ঘটে।

ঘ) লেনিন একে উদ্ঘাটন করেন। মার্কসবাদকে রক্ষা করেন। তাকে বিকশিত করেন। সর্বহারা বিপ্লবকে রাশিয়ায় বিজয়ী করেন। এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এক নতুন আন্তর্জাতিক "তৃতীয় আন্তর্জাতিক" গঠন করেন।

ঙ) ১৯২৪-সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন "তৃতীয় আন্তর্জাতিক"-কে নেতৃত্ব দেন ও এগিয়ে নেন। কিন্তু বিগত শতকের '৪০-এর দশকে এক জটিল বিশ্ব পরিস্থিতিতে তিনি একে বিলুপ্ত করেন।

চ) এ সময়ের পর থেকে ১৯৭৬-সালে মাও-এর মৃত্যু অবধি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠন, লাইন-বিনির্মাণ ও মহাবিতর্কের প্রেক্ষাপটে কোনো নতুন আন্তর্জাতিক গঠন করা হয়নি।

৬নং ধারা ঃ

ক) মাও সেতুঙের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন পর্যায়ের মতাদর্শগত মহাবিতর্কের প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও আন্তর্জাতিক সাংগঠনিক ঐক্যের নতুন প্রক্রিয়ার সূচনা করেন।

খ) বিশ্বব্যাপী প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একটি নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪-সালে গড়ে উঠেছিল "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন" (আর.আই.এম/RIM)।

গ) আর.আই.এম. এমন একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পথে নতুন এক অগ্রগতির সূচনা করে।

ঘ) পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি আর.আই.এম. প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে তার এক গর্বিত ও দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখতে সক্রিয় থেকেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য 'রিম' বর্তমানে অকার্যকর হয়ে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

(ঙ) অবশ্য এ ধরনের একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরনো ও নতুন লাইন প্রশ্নাবলিতে ব্যাপক বিতর্ক এবং বহু চড়াই-উৎরাই-এর জটিল পথ ব্যতীত গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের পার্টি এই জটিল প্রক্রিয়ার অংশীদার। তাই মালেমা'র আলোকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সমূহের অতীত ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সারসংকলন করার পাশাপাশি 'রিম'-এর নিজ ইতিবাচক অর্জনকে ভিত্তি করে দুই লাইনের সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলায় সচেষ্ট থাকতে হবে।

অধ্যায় ঃ ৪

পতাকা

৭নং ধারা ঃ

ক) পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির পতাকা হলো আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির অভিন্ন পতাকা, সাদা কাস্তে-হাতুড়ী খচিত লাল পতাকা।

খ) হাতুড়ী ও কাস্তে হলো শ্রমিক ও কৃষকের প্রতীক। লাল রং হলো বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে শহীদ অগণিত কমিউনিস্ট, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের মহান আত্মবলিদানের প্রতীক।

গ) লাল পতাকার মাঝামাঝি, বা দণ্ড ও উপরের দিকে কিছুটা এগিয়ে কাস্তে-হাতুড়ী পরস্পর সংলগ্নভাবে থাকবে। হাতুড়ীর হাতলটি কাস্তের ফলার মাঝ বরাবর অতিক্রম করবে। হাতুড়ী ও কাস্তে উভয়ের হাতল থাকবে পতাকার নিচের দিকে। কাস্তের হাতল থাকবে দণ্ডের দিকে, আর হাতুড়ীর হাতল থাকবে প্রান্তের দিকে।

অধ্যায় ঃ ৫

কর্মসূচি

৮নং ধারা ঃ

ক) পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মসূচি হলো বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করা এবং বিশ্বব্যাপী শোষণহীন সমাজ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা।

খ) সকল সাম্রাজ্যবাদ, তার সহযোগী সকল ধরনের পুঁজিবাদ, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রসহ সকল ধরনের শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার যে বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞ, তার অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার বিপ্লব সম্পন্ন করা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রেণিহীন এক নতুন সমাজ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সমাজ ও বিশ্ব পরিসরে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হলো পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মসূচি।

৯নং ধারা ঃ

ক) পূর্ব বাংলায় এ বিপ্লব তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে এগুবে।

– প্রথমত পূর্ব বাংলার নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

– দ্বিতীয়ত পূর্ব বাংলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব।

– তৃতীয়ত বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার বিপ্লব।

খ) বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাই হলো পার্টির চূড়ান্ত ও মূল কর্মসূচি।

– নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার বিশ্ব বিপ্লবেরই অংশ, তার অধীন ও তার প্রথম ধাপ।

– তাই, পূর্ব বাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর তাকে বিরতিহীনভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নেয়া, যত দ্রুত সম্ভব পূর্ব বাংলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অব্যাহতভাবে কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে নেয়ার দিশা নিয়েই পার্টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে ও করবে।

১০নং ধারা ঃ

ক) নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো পার্টির আশু কর্মসূচি। যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণি তার মিত্র শ্রেণিগুলোকে নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে। এবং শাসকশ্রেণি হিসেবে সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরকে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিতে পারে।

খ) পূর্ব বাংলার নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হলো এদেশের সমাজকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার শিকল ও অধীনতা থেকে পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করা ও মুক্ত করা। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার অংশ বর্তমান শাসকশ্রেণিগুলোর রাষ্ট্রক্ষমতাকে উচ্ছেদ করা, এবং এই কর্মসূচির সমর্থক শ্রেণি ও জনগণের যৌথ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।

গ) এর অর্থ হলো এদেশ থেকে সকল সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও বিদেশি সকল শোষণ-নিয়ন্ত্রণকে উৎখাত করা, তাদের দালাল দেশীয় আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করা, তাদের সহযোগী সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির অবশেষকে উৎখাত করা, এবং এ সমস্ত গণশত্রুদের স্বার্থরক্ষাকারী হাতিয়ার বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা।

ঘ) বিপরীতে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের যৌথ বিপ্লবী ক্ষমতা, তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী জনগণের যৌথ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) "খোদ কৃষকের হাতে জমি"– এই নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী ভূমি সংস্কার করা এবং কৃষকদের সমবায় গঠনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে তাকে যৌথ ও বৃহৎ উৎপাদনের পথে এগিয়ে নেয়া নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির অন্যতম মূল দিক।

চ) নারী জাতির উপর সকল ধরনের (ধর্মীয়, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রভৃতি) পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন ও অসমতার অবসান ঘটানো এবং জমি-সম্পদ ও পারিবারিক ক্ষেত্রসহ সমাজ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।

– সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক হিসেবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

– একইসাথে সমকামী জনগোষ্ঠীর উপর সকল ধরনের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নিপীড়ন বন্ধ করে তাদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ছ) সমতল ও পাহাড় নির্বিশেষে এদেশের সকল নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের সমানাধিকার ও প্রয়োজনীয় অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জ) ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সংখ্যালঘু জনগণের উপর নিপীড়নের অবসান ঘটানো এবং তাদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।

১১নং ধারা ঃ

ক) বিপ্লবের পরবর্তী স্তর হলো পূর্ব বাংলায় নয়াগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কোনো রকম বিরতি না দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া, এবং যথা সম্ভব দ্রুত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

খ) সমাজতন্ত্র হলো উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান এবং বুর্জোয়া অধিকারগুলোকে অব্যাহতভাবে কমিয়ে আনা, অর্থাৎ, পুঁজিবাদের বিলোপ সাধন এবং পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের ভিত্তিকে ক্রমাগত বিলোপ করে চলা।

– সমাজতন্ত্র হলো বাস্তবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমাজ, যাকিনা পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের জন্য একটি উৎক্রমণকাল। কিন্তু এই উৎক্রমণকালটি দীর্ঘ, এবং সমাজতন্ত্রের অধীনে, তথা সর্বহারা একনায়কত্বাধীনে বিপ্লবকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেবার মাধ্যমেই কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলা সম্ভব। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর বিপ্লবকে সমাপ্ত না ভেবে বরং কমিউনিজমের লক্ষ্যে বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়াটাই হলো বিপ্লবের তৃতীয় স্তর।

১২নং ধারা ঃ

বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলায় নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় ও পরে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিসত্তার বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করা এবং এ প্রক্রিয়ায় "দক্ষিণ এশীয় সোভিয়েত" গঠনের কর্মসূচিকে পার্টি বিশ্ব-কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত কর্মসূচির পথে একটি উপযুক্ত অগ্রপদক্ষেপ বলে গণ্য করে।

অধ্যায় ঃ ৬

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল

১৩নং ধারা ঃ

শ্রেণি বিশ্লেষণ–

ক) বর্তমান শাসকশ্রেণি ও তার রাষ্ট্রযন্ত্র হলো বিপ্লবের শত্রু।

– বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি হলো আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি। এই শ্রেণি চরিত্রগতভাবে স্বাধীন নয়। তারা তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশ, মদদ, পরামর্শ ও সহযোগিতায় এই রাষ্ট্রক্ষমতাকে পরিচালনা করে।

– সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার দক্ষিণ-এশীয় প্রধান প্রতিনিধি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এদেশের জনগণের একটি স্থায়ী শত্রু।

– এছাড়া এদের সহযোগী গণ-শত্রু হিসেবে রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি।

খ) বিপরীতে বিপ্লবের পক্ষে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া শ্রেণি।

গ) সবচেয়ে অগ্রসর ও বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি হচ্ছে এ বিপ্লবের নেতা।

ঘ) ভূমিহীন ও গরিব কৃষক, এবং শহর ও গ্রামের ব্যাপক আধাসর্বহারা ও দরিদ্র শ্রমজীবী ও অন্যান্য দরিদ্র পেশাজীবী জনগণ হলো শ্রমিক শ্রেণির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য মিত্র।

– এছাড়া মধ্যকৃষক ও সাধারণ মধ্যবিত্তরা হলো সর্বহারা শ্রেণির দৃঢ় মিত্র।

ঙ) সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মধ্যবিত্তের ঐক্য হলো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্থায়ী ফ্রন্ট, যে ফ্রন্টের ভিত্তি হলো শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী।

চ) বিপ্লব সমর্থক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি (কৃষি বুর্জোয়াদের নিচের অংশও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) হলো বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র। তারা সাধারণ সময়ে শাসকশ্রেণির লেজুড়বৃত্তি করে। আবার বিপ্লবের জোয়ারের সময়ে বিপ্লবের পক্ষাবলম্বন করে।

– ধনী কৃষকরাও মূলত একই রকমের ভূমিকা পালন করে।

১৪নং ধারা ঃ

বিপ্লবের পথ–

ক) নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ গ্রহণ করেছে।

খ) এই পথে গ্রাম হলো প্রধান ভিত্তি, কৃষক হলো প্রধান শক্তি এবং সশস্ত্র সংগ্রাম হলো প্রধান ধরনের সংগ্রাম।

গ) দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রথমে গ্রামাঞ্চল মুক্ত করা, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করা, এবং শেষে শহর দখল করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হলো বিপ্লবের সাধারণ রণনীতি।

ঘ) পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্ট– এ তিনটি হলো বিপ্লবের তিন যাদুকরী অস্ত্র বা হাতিয়ার। এই তিন হাতিয়ারকে গড়ে তুলতে হবে বিপ্লবের সূচনা থেকেই সমকেন্দ্রীকভাবে।

ঙ) ঘাঁটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু।

এর অর্থ হলো দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের আশু লক্ষ্য হলো রণনৈতিকভাবে অনুকূল অঞ্চলগুলোতে ঘাঁটি গড়ে তোলা। এবং এই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে গণযুদ্ধকে বিকশিত করা দেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে।

ঘ) গেরিলা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথে রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন।

ঙ) ঘাঁটি গড়ার কাজের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ;
ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিকভাবে অনুকূল অঞ্চল আঁকড়ে ধরা ও
দেশব্যাপী গণযুদ্ধকে ছড়িয়ে দেয়া;
সামরিক অভিযানের পাশাপাশি রাজনৈতিক অভিযান পরিচালনা করা;
সামরিক তৎপরতার সাথে রাজনৈতিক কাজ ও
গণসংগ্রাম-গণসংগঠনের উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করা;

দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতির সাথে সশস্ত্র-গণঅভ্যুত্থানের সমন্বয় সাধন করা–

প্রভৃতি হলো পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিস্থিতিতে পার্টির কতকগুলো অতিগুরুত্বপূর্ণ কর্মনীতি। যা উপযুক্ত কৌশল ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করা দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতিকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা ও সফল করার জন্য অপরিহার্য বলে পার্টি গণ্য করে।

১৫নং ধারা ঃ

ক) বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল ও সারবস্তুগতভাবে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রীয় সকল নির্বাচন বর্জন করাকে পার্টি রণনৈতিক কর্মসূচি ও স্লোগান বলে গণ্য করে।

– 'যথাসম্ভব দ্রুত গণযুদ্ধ শুরু করা' এবং ক্ষমতা দখল গণযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু– আমাদের এই বিপ্লবী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রণনীতির কারণে আমাদের দেশে এ জাতীয় নির্বাচনে কৌশলগতভাবে অংশগ্রহণ বিপ্লবী রাজনীতিকে শক্তিশালী করার বদলে সাধারণভাবে তাকে দুর্বল করে দেয়। তাই, নির্বাচন বর্জন পার্টির রণনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খ) শত্রু এলাকায় পার্টি হলো সাধারণত গোপন। যদিও পার্টি প্রকাশ্য ও আইনী কাজের সব ধরনের সুযোগ দক্ষতার সাথে গ্রহণ করা বিপ্লবকে সফলতার পথে এগিয়ে নেবার জন্য অপরিহার্য মনে করে।

অধ্যায় ঃ ৭

পার্টি-সংগঠন

১৬নং ধারা ঃ

ক) পার্টি হলো সেনাপতি মণ্ডলী, আর পার্টির নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সংগঠন হলো সেনাদল।

খ) পার্টির নেতৃত্বে প্রধান সংগঠন হলো বাহিনী। কিন্তু বাহিনীই একমাত্র সংগঠন নয়। পার্টির নেতৃত্বে আরো বহুবিধ সংগঠন রয়েছে।

এই সমগ্র সংগঠনগুলোকে নেতৃত্বদানকারী অগ্রসর বিপ্লবীদের সর্বোচ্চ সংগঠন হলো পার্টি।

১৭নং ধারা ঃ

ক) পার্টির মতাদর্শ-রাজনীতিকে সমর্থন করেন, পার্টির নিরাপত্তা–গোপনীয়তা বজায় রাখেন এবং পার্টি-কর্মকাণ্ডের পক্ষে নির্দিষ্ট যে কোনো ধরনের কাজ বা সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, যিনি জনগণের প্রতি শত্রুতামূলক কোনো কাজে যুক্ত নন, তিনি পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হতে পারেন।

১৮নং ধারা ঃ

ক) পার্টির সদস্যগণ ব্যতীত পার্টি-সংগঠনের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ বাধ্যতামূলকভাবে পার্টির শৃঙ্খলার অধীন নন। বস্তুত পার্টির সদস্যগণই পার্টি গঠন করেন।

১৯নং ধারা ঃ

ক) পার্টি-সদস্য ব্যতীত আর যারা পার্টির সাথে সরাসরিভাবে সংযুক্ত তারা হয় প্রাথমিক বা সাধারণ পর্যায়ের কর্মী বা গেরিলা যারা পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন কোনো না কোনো সংগঠনে যুক্ত থেকে পার্টির অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন, অথবা পার্টিকে আর্থিক, বৈষয়িক বা অন্য কোনভাবে সহযোগিতা করেন।

খ) এদের মাঝে রয়েছেন সহানুভূতিশীলগণ যারা পার্টিকে নিয়মবদ্ধভাবে সহযোগিতা করেন। এছাড়া রয়েছেন ব্যাপক সমর্থকবৃন্দ, যারা নিয়মবদ্ধভাবে না হলেও রাজনৈতিক বা বৈষয়িক যেকোনো উপায়ে পার্টির পক্ষে ভূমিকা পালন করে বিপ্লবকে সহযোগিতা করে থাকেন।

গ) এই ধরনের প্রাথমিক বা সাধারণ কর্মী, সহানুভূতিশীল বা সমর্থকবৃন্দের ব্যাপক বিস্তৃত জাল ও মদদ ব্যতীত পার্টি-সংগঠনের শক্ত কেন্দ্রটি গড়ে উঠতে ও টিকে থাকতে পারে না।

অধ্যায় ঃ ৮

পার্টি-সদস্য

২০নং ধারা ঃ

ক) পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির অগ্রগামী ব্যক্তি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী ও জনগণের অগ্রসর বিপ্লবী ব্যক্তি যারা পার্টির মতাদর্শ ও রাজনীতিকে গ্রহণ করেন, পার্টির নেতৃত্বাধীন বা নির্দেশিত যেকোনো সংগঠনে বা দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে বিপ্লবী কাজ করেন, পার্টির সংবিধান মেনে চলেন এবং পার্টির চাঁদা নিয়মিতভাবে শোধ করেন তারা পার্টির সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

খ) পার্টির সদস্যপদের জন্য আবেদনকারীকে সাধারণ পার্টি-কর্মী স্তরে একটা ন্যূনতম নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

– শ্রমজীবী শ্রেণি উদ্ভূত (এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভূত) কর্মীদের জন্য এ সময় হচ্ছে নিম্নতম ৬ মাস। এর বহির্ভূত অন্যান্য শ্রেণি উদ্ভূত (এবং পৈত্রিক শ্রেণি নির্বিশেষে ছাত্র–বুদ্ধিজীবী) কর্মীদের জন্য এ সময় হচ্ছে নিম্নতম ১ বছর।

২১নং ধারা ঃ

শোষক শ্রেণি থেকে উদ্ভূত কোনো পার্টি-কর্মী সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে চাইলে তাকে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করতে হবে।

(i) শত্রুশ্রেণি উদ্ভূত হলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে সেই শ্রেণির সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

(ii) মিত্র, কিন্তু শোষক শ্রেণি, যেমন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি (ও তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী বা সমপর্যায়ের সামাজিক অবস্থান সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি) উদ্ভূত হলে তাকে অবশ্যই নিজ শ্রেণিগত পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে হবে। তাকে নিম্নতমভাবে নিজস্ব শ্রেণিগত অবস্থানের বিকাশকে সচেতনভাবে বন্ধ করে দিতে হবে এবং শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের জীবনে ও সংগ্রামে একাত্ম হবার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে হবে।

২২নং ধারা ঃ

সদস্যপদের জন্য আবেদনকারীর সাধারণভাবে ষোল (১৬) বছর বয়স পূর্ণ হতে হবে।

২৩নং ধারা ঃ

ক) পার্টির সদস্যপদ প্রার্থীকে পার্টিতে যোগ দেবার জন্য আবেদন করতে হবে।

খ) এ আবেদনে কমপক্ষে একজন পার্টি-সদস্যের সুপারিশ থাকতে হবে।

গ) পার্টি-শাখাকে আবেদনকারী সম্পর্কে পার্টির ভেতরের এবং যথাসম্ভব বাইরের জনসাধারণের মতামত ব্যাপকভাবে শুনতে হবে এবং কেডার ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে।

ঘ) এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে পার্টি-সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত পার্টি-শাখার সাধারণ অধিবেশন বা শাখা কমিটি গ্রহণ করবে।

ঙ) এ সিদ্ধান্ত পরবর্তী উচ্চতর পার্টি-কমিটি/পরিচালক দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

২৪নং ধারা ঃ

ক) পার্টি-সদস্যের চাঁদা হলো মাসিক বিশ (২০) টাকা।

খ) এ ছাড়া পার্টি-সদস্য ও নিয়মবদ্ধ সহানুভূতিশীলগণ পার্টিকে তাদের আয়ের উপর নিয়মিত লেভি প্রদান করবেন। যা তারা মাসিক অথবা মৌসুমী উপায়ে পরিশোধ করবেন।

– এই লেভি আয়ের নিম্নতম শতকরা ২ ভাগ (২%) হতে হবে।

২৫নং ধারা ঃ

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সদস্যদের অবশ্য করণীয় হচ্ছে ঃ

১। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে সজীবতার সাথে অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করা।

২। আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণি এবং পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতি ও জনগণের স্বার্থে কাজ করা।

৩। বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা এবং বিপ্লবের উত্থান-পতনকে মোকাবেলা করে আজীবন এই লক্ষ্যে বোকা বুড়োর মত কাজ করে চলা।

৪। সাহসের সাথে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা করা।

৫। নাম-যশ-পদ-ক্ষমতাসহ অন্য যেকোন ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজের মাঝে কঠোর, আন্তরিক ও বিনয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং 'জনগণের সেবা' করাকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান করে পার্টি-প্রদত্ত যেকোনো দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

৬। পার্টির দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও দলিলাদি নিয়মিত অধ্যয়ন করা, পত্র-পত্রিকার দাম নিয়মিত পরিশোধ করা ও জনসাধারণের মাঝে যথাসম্ভব তা প্রচার করা।

৭। পার্টির নিরাপত্তা-গোপনীয়তা দায়িত্বের সাথে ও সচেতনতার সাথে রক্ষা করা।

৮। বিপ্লব ও জনগণের স্বার্থে আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের চেতনাকে সর্বদা শাণিত করা এবং জেল-জুলুম ও শহীদি মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

৯। পার্টি-প্রদত্ত যেকোনো ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ যেমন, পদাবনতি, বহিষ্কার ইত্যাদিকে গ্রহণ করা ও মান্য করা।

১০। যারা ভুল ক'রে তাদের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু ভুল সংশোধনে মনোযোগী তাদের সহ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হওয়া।

১১। স্থূল সুবিধাবাদী, আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, ষড়যন্ত্রকারী ধরনের খারাপ লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা, এবং তাদের দ্বারা পার্টির ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ঠেকাতে সচেষ্ট থাকা।

১২। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে ব্যাপক কর্মী–সহানুভূতিশীল তথা জনগণের সাথে খোলাখুলি পরামর্শ করা। 'জনগণ থেকে আসা ও জনগণের কাছে যাওয়া'র মাওবাদী নীতি প্রয়োগে যত্নশীল হওয়া।

১৩। শ্রমিক-কৃষকের সাথে দৈহিক শ্রমে অংশগ্রহণ করতে মতাদর্শগতভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা এবং সম্ভব ও প্রয়োজনমত শ্রম করা। মূলশ্রেণির জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো।

১৪। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতিকে মেনে চলা, পার্টির শৃঙ্খলা পালন করা, নির্দেশ-সিদ্ধান্ত কার্যকর করা।

১৫। শত্রুর সাথে দ্বন্দ্ব ও জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব– এ দুই ধরনের দ্বন্দ্বের মাঝে পার্থক্যকরণে অধ্যবসায়ী হওয়া, এ দুইকে গুলিয়ে না ফেলা এবং দুই ধরনের দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করায় মনোযোগী হওয়া।

১৬। পার্টি-ঐক্যকে গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা। মতপার্থক্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা ও একত্রে কাজ করা, এবং সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের ও পার্টির বিপ্লবী রূপান্তরকে আঁকড়ে ধরা।

১৭। আন্তঃসংগ্রাম ও দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি ও লাইনের বিকাশ সাধনে সুস্থ বিতর্ক পরিচালনা করা।

১৮। ৩-করণীয় ও ৩-বর্জনীয়– অর্থাৎ, "মার্কসবাদ অনুশীলন কর, সংশোধনবাদ নয়; মুক্তমনা ও সরল হও, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করো না; ঐক্যবদ্ধ থাক, বিভক্ত হয়ো না"– এই মাওবাদী নীতিকে সর্বদা উর্ধ্বে তুলে ধরা ও অনুশীলন করা।

২৬নং ধারা ঃ

ক) পার্টি-সদস্য পার্টির শৃঙ্খলা লংঘন করলে পার্টির বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের নিজেদের ক্ষমতার আওতাধীন বাস্তব অবস্থা অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে শাস্তি দিতে

হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী সতর্ক করতে হবে, গুরুতরভাবে সতর্ক করতে হবে, পার্টির পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে, পার্টির মধ্যে যাচাই করে দেখতে হবে, অথবা পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

খ) পার্টি-সদস্যকে পার্টির মধ্যে রেখে যাচাই করে দেখার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ এক বছর হতে পারে। পার্টির মধ্যে রেখে যাচাই করে দেখার মেয়াদকালে তার ভোটদানের, নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হবার অধিকার থাকবে না।

২৭নং ধারা ঃ

ক) পার্টি-সদস্যদের মাঝে যারা উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন এবং শিক্ষাদানের পরেও পরিবর্তিত হয় না, তাদেরকে পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে উপদেশ দেয়া উচিত।

খ) পার্টি-সদস্য পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে দরখাস্ত করলে পার্টি-শাখার সাধারণ অধিবেশনের বা শাখার নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে কমপক্ষে জেলা/অঞ্চল/বিভাগ/ফ্রন্ট কমিটি স্তরের অনুমোদনক্রমে তার নাম কেটে দিতে হবে এবং পরবর্তী উচ্চতর পার্টি-কমিটির (বা নেতৃত্ব গ্রুপের) কাছে রেকর্ড রাখার জন্য রিপোর্ট পেশ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এটা পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

২৮নং ধারা ঃ

অনুশোচনাহীন ও পরিপক্ক সংশোধনবাদী, পার্টির সাধারণ নীতিবিরোধী, চক্রান্তকারী, শত্রুচর, তথা অপরিবর্তনীয় বৈরী ব্যক্তিদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এবং সাধারণত জনগণকে তা জানাতে হবে।

অধ্যায় ঃ ৯

পেশাদার বিপ্লবী ও/বা সার্বক্ষণিক কর্মী

২৯নং ধারা ঃ

ক) পেশাদার বিপ্লবী কেডাররাই হচ্ছেন পার্টির মেরুদণ্ড এবং তাদের নিয়েই গঠিত হয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নিয়মিত কর্মীদের ঘনিষ্ঠ কাঠামো।

খ) পেশাদার বিপ্লবী কেডাররা হচ্ছেন এমন পার্টি-সদস্য যারা সার্বক্ষণিকভাবে পার্টির কাজ অথবা পার্টি-নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করেন, পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেন এবং যাদের রয়েছে নিম্নতমভাবে প্রয়োজনীয় মার্কসবাদী জ্ঞান, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সংগঠন গড়ার অভ্যাস এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারি পুলিশ, গোয়েন্দা ও অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ও তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। যারা পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থে যে কোনো সময়ে পার্টি-প্রদত্ত যে কোনো দায়িত্ব পালনে রাজি, জেল-জুলুম-নির্যাতনে দৃঢ়, কষ্টকর জীবনে অভ্যস্ত, ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগে ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবলিদানে প্রস্তুত।

গ) পেশাদার বিপ্লবী সার্বক্ষণিকভাবে পার্টি-বিপ্লবের কাজ করেন বিধায় তাকে সার্বক্ষণিক কর্মীও বলা হয়ে থাকে।

ঘ) কিন্তু সকল সার্বক্ষণিক কর্মীই পেশাদার বিপ্লবী নন। বাহিনীতে সার্বক্ষণিকভাবে কর্মরত গেরিলা, অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সার্বক্ষণিক বিপ্লবী কাজে নিয়োজিত এমন কমরেডগণ পার্টিতে থাকেন যাদের একটা অংশ পেশাদার বিপ্লবীর জন্য প্রয়োজনীয় মতাদর্শগত-রাজনৈতিক মান ধারণ করেন না। সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে পেশাদার বিপ্লবী হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না।

৩০নং ধারা ঃ

ক) পেশাদার বিপ্লবী বা সার্বক্ষণিক হতে হলে অবশ্যই যথাযথ স্তরে লিখিত আবেদন পেশ করতে হবে বিস্তারিত কেডার ইতিহাসসহ। এবং অঞ্চল বা বিভাগীয় স্তর অথবা জেলাশাখার উচ্চতর স্তর কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হবে।

খ) পেশাদার/সার্বক্ষণিক বিপ্লবী হিসেবে নিয়োগের পর কমপক্ষে ছয় (৬) মাস থেকে এক (১) বছর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক স্তরে থাকতে হবে।

৩১নং ধারা ঃ

ক) নীতিগতভাবে পেশাদার বিপ্লবীকে সর্বহারা মতাদর্শ ধারণ করতে হবে, নিজেকে সর্বহারা শ্রেণিভুক্ত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ও তার পরিচালনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

খ) বহুবিধ বাস্তব কারণে পেশাদার বিপ্লবীদের পূর্বতন শ্রেণি অবস্থান থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সর্বোচ্চ মাঝারি কৃষকমান পর্যন্ত রেখে দেবার অনুমতি বর্তমান পর্যায়ে পার্টি দিয়ে থাকে।

গ) তবে পার্টি সর্বদাই ব্যক্তিগত সম্পদ পার্টি-বিপ্লবের কাজে উৎসর্গ করাকে উৎসাহিত করে।

৩২নং ধারা ঃ

ক) পেশাদার/সার্বক্ষণিক বিপ্লবীর ভরণ-পোষণ পার্টি বহন করে।

খ) বিশেষ অবস্থা ছাড়া তাদের জীবনযাত্রার মান দক্ষ শ্রমিক, মাঝারি কৃষক বা সাধারণ মধ্যবিত্তের চেয়ে উচ্চ হবে না।

অধ্যায় ঃ ১০

পার্টির কাঠামো

৩৩নং ধারা ঃ

ক) পার্টির প্রাথমিক সংগঠনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সমগ্র পার্টি-কাঠামো।

– মিল-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, খনি ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, গ্রাম বা ওয়ার্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-কার্যালয়-প্রতিষ্ঠান, শহর, পাড়া, নিগেদ, স্থানীয় স্কোয়াড ও মিলিশিয়ার প্রাথমিক ইউনিটে পার্টির স্থানীয়/প্রাথমিক সংগঠন বা "পার্টি-সেল" প্রতিষ্ঠা

করা হয়।

৩৪নং ধারা ঃ

ক) নিম্নতম তিন জন সদস্য হলেই "পার্টি-সেল" গঠিত হবে।

– তিনজন সদস্য না হওয়া পর্যন্ত পার্টি-সদস্য/সদস্যদ্বয় "সংগঠক" হিসেবে এলাকায় পার্টি-শাখার নেতৃত্ব দেবেন।

খ) কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য হলে "পার্টি-শাখা" গঠন করা যাবে। এবং,

গ) কমপক্ষে তিন সদস্যবিশিষ্ট "পার্টি-কমিটি" গঠন করা যাবে।

ঘ) সকল স্তরে পার্টি-কমিটির প্রধান হবেন সংশ্লিষ্ট কমিটির "সম্পাদক"।

৩৫নং ধারা ঃ

পার্টির কাঠামো বর্তমান পর্যায়ে নিম্নরূপ ঃ

– জাতীয় কংগ্রেস এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটি।

– বিভাগ/রণনৈতিক অঞ্চল।

– জেলা/উপঅঞ্চল/সশস্ত্র রণনৈতিক অঞ্চলের প্রধান ফ্রন্ট।

– উপজেলা/এলাকা।

– ইউনিয়ন/উপ-এলাকা।

– গ্রাম/ওয়ার্ড, তথা পার্টির প্রাথমিক সংগঠন।

৩৬নং ধারা ঃ

ক) বর্তমান পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটি, বিভাগীয় কমিটি ও রণনৈতিক অঞ্চলের অঞ্চল-কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই পেশাদার বিপ্লবী হতে হবে।

খ) জেলা কমিটির সম্পাদককে অবশ্যই সার্বক্ষণিক হতে হবে।

– কমিটির সকল সদস্য সার্বক্ষণিক না হলে সেটা 'সাংগঠনিক কমিটি' নামে পরিচিত হবে।

– সকল রণনৈতিক অঞ্চলের উপ-অঞ্চল কমিটির সকল/প্রধান অংশ সদস্যই সাধারণভাবে সার্বক্ষণিক হবেন।

গ) এলাকা ও তার নিম্নস্তরে অসার্বক্ষণিকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা যাবে, তবে সশস্ত্র রণনৈতিক অঞ্চলে এলাকা-কমিটির সম্পাদককে সার্বক্ষণিক হতে হবে।

অধ্যায় ঃ ১১

পার্টির সাংগঠনিক নীতি

৩৭নং ধারা ঃ

ক) পার্টির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা।

খ) পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থা গণতান্ত্রিক পরামর্শের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

গ) তবে, বর্তমানে পার্টি গোপন বিপ্লবী তৎপরতা পরিচালনা করে বিধায় পার্টি-

সংগঠনকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালনা করতে হয়। এ কারণে সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বা গোপনীয়তা-নিরাপত্তার স্বার্থে বা শত্রুর দমনকে এড়ানোর জন্য কোনো কোনো সময় উচ্চতর স্তরের দ্বারা নিযুক্তির ভিত্তিতে নেতৃস্থানীয় সংস্থা গঠিত হতে পারে। উচ্চতর কমিটির দ্বারা নির্ধারিত পার্টি-প্রতিনিধির পরিচালনাতেও সাময়িকভাবে পার্টি-শাখার কাজ চলতে পারে।

৩৮নং ধারা ঃ

ক) সমগ্র পার্টিকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার মূল নীতিমালাকে, তথা মৌলিক শৃঙ্খলাকে মানতে হবে। তাহলো ঃ ব্যক্তি সংগঠনের অনুগত; সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অনুগত; নিম্নস্তর উচ্চস্তরের অনুগত এবং সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুগত থাকবে।

৩৯নং ধারা ঃ

ক) কংগ্রেস বা পার্টি-শাখার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সম্মেলনে অথবা পার্টি-সদস্যদের সাধারণ সম্মেলনের নিকট পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থার নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। সব সময়ে পার্টির ভেতরের ও বাইরের জনসাধারণের মতামত শোনা ও তাদের তদারকি মেনে নিতে হবে।

খ) পার্টিকে ও বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে সমালোচনা করার ও তাদের নিকট প্রস্তাব পেশ করার অধিকার পার্টি-সদস্যদের রয়েছে। পার্টি-সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্পর্কে পার্টি-সদস্যের যদি ভিন্নমত থাকে তাহলে তা তিনি পোষণ করতে পারেন এবং তার এমন অধিকার রয়েছে যে, স্তর ছাড়িয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের নিকট পর্যন্ত পেশ করতে পারেন। ভিন্নমত নিয়ে বিধিসম্মতভাবে তিনি আন্তঃপার্টি সংগ্রামও চালাতে পারেন।

গ) এমন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যার মধ্যে থাকবে যেমনি কেন্দ্রীকতা তেমনি গণতন্ত্র, যেমনি শৃঙ্খলা তেমনি স্বাধীনতা, যেমনি একক সংকল্প তেমনি ব্যক্তির মনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা।

৪০নং ধারা ঃ

ক) পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় সংস্থা হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস ও তার দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি।

খ) স্থানীয় ও বিভিন্ন বিভাগগুলোর নেতৃস্থানীয় সংস্থা হচ্ছে তাদের সমস্তরের পার্টির কংগ্রেস বা প্রতিনিধি সম্মেলন বা পার্টি-সদস্যদের সাধারণ সম্মেলন ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত পার্টি-কমিটি। পার্টির বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস বা প্রতিনিধি সম্মেলন বা সদস্যদের সাধারণ সম্মেলন সংশ্লিষ্ট স্তরের পার্টি-কমিটি কর্তৃক আহুত হয়।

গ) স্থানীয় পার্টির কংগ্রেস/সম্মেলন আহ্বান করা এবং নির্বাচিত পার্টি-কমিটিকে অবশ্যই উচ্চতর স্তরের অনুমোদিত হতে হবে।

(ঘ) বিশেষ পরিস্থিতিতে– যেমন, কেন্দ্রের অনুপস্থিতি বা জরুরি কোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন ইত্যাদি, “জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন” অনুষ্ঠিত হতে পারে– যা কংগ্রেসের বিকল্প নয়।

অধ্যায় ঃ ১২

পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন

৪১নং ধারা ঃ

ক) পার্টির জাতীয় কংগ্রেস প্রতি পাঁচ বছরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের আগে কংগ্রেস করা যেতে পারে অথবা তা স্থগিত রাখা যেতে পারে।

খ) নির্দিষ্ট সময়ে কংগ্রেস করা সম্ভব না হলে অথবা এর আগে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে প্রয়োজনে জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বা কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

গ) জাতীয় সম্মেলনে বা বর্ধিত অধিবেশনে কারা উপস্থিত থাকবেন তার মানদণ্ড সিসি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্ধারণ করবে, যাতে বিকল্প সদস্যদেরও ভোট থাকবে। সিসি’র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে পার্টির সকল এলাকা মান সম্পন্ন বা সমমানের কমরেডদের মতামতের ভিত্তিতে এ প্রশ্ন সমাধান করা যাবে।

ঘ) কোনো বিশেষ অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বা পার্টির নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ (নে-গু) কমরেডদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ) জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বা নে-গু কমরেডদের সম্মেলন অথবা সিসি’র বর্ধিত অধিবেশন পরবর্তী জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পূর্বতন কেন্দ্রীয় সংস্থা বাতিল, বা তার পুনর্গঠন অথবা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করতে পারবে, এবং এ সময়ের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অস্থায়ীভাবে রণনীতিগত-রণকৌশলগত সিদ্ধান্তবলী নির্ধারণ করতে পারবে।

– তবে শর্ত থাকে এই যে, জাতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত সিসি যদি কার্যকর থাকে, এবং কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পর পাঁচ বছর অতিক্রম না হয়, তাহলে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত সিসি বাতিল করা যাবে না।

৪২নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় সংস্থার কোনো সদস্য শত্রুর হাতে গ্রেফতার হলে তার কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে যাবে। এ ছাড়া অন্যান্য কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে কোনো কেন্দ্রীয় সদস্যের কার্যকারিতা স্থগিত হবে না হবে সে ব্যাপারে অথবা গ্রেফতারকৃত সদস্য মুক্তি পেলে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিধিবিধান কেন্দ্রীয় কমিটির গঠনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট হবে।

৪৩নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটিতে কয়েকজন পূর্ণাঙ্গ সদস্য এবং কয়েকজন বিকল্প সদস্য থাকবেন, যারা ৪০/ক উপধারা বা ৪১/ঘ ও ৪১/ঙ উপধারা অনুযায়ী পার্টির জাতীয় কংগ্রেস বা নে-গু কমরেডদের সম্মেলন বা সিসি’র বর্ধিত অধিবেশন কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, অথবা ৪৫/খ উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটিতে কো-অপ্ট হবেন।

খ) তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা কখনই তিন (৩)-এর নিচে হতে পারবে না।

গ) কেন্দ্রীয় কমিটি/কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য মান ধারণ করেন, কিন্তু বার্ধক্যজনিত বা গুরুতর অসুস্থতাজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে অথবা অন্যবিধ কারণে দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন, অথবা দায়িত্বে নেই, এমন কমরেড/কমরেডগণ কেন্দ্রীয় কমিটি/কেন্দ্রীয় সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

– এ ধরনের উপদেষ্টাদের মর্যাদা/দায়িত্ব/ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সিসি নির্ধারণ করবে।

৪৪নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক থাকবেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

খ) কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন প্রয়োজনবোধে ও সামর্থ্য অনুযায়ী সিসি’র এক/একাধিক সহ-সম্পাদক, স্থায়ী কমিটি, পলিট ব্যুরো, সামরিক কমিশন, সাংগঠনিক কমিটি, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগ, ফ্রন্ট বা শাখা পরিচালনার জন্য ব্যুরো ইত্যাদি নির্বাচন করবে।

গ) যখন কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয় না তখন পলিট ব্যুরো/স্থায়ী কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা পালন করবে। পলিট ব্যুরো/স্থায়ী কমিটির যখন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয় না, অথবা এ সংস্থাগুলো থাকে না, তখন সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা পালন করবেন, তবে এ ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপিত হবে যা কেন্দ্রীয় কমি-টির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন নির্ধারণ করে দিবে।

৪৫নং ধারা ঃ

ক) কোনো কারণে কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো পূর্ণাঙ্গ সদস্যের পদ শূন্য হলে বিকল্প সদস্যদের ভেতর থেকে সেখানে কো-অপ্ট করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত সিসি গ্রহণ করবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। যদি এক্ষেত্রে কোনো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে বিকল্প সদস্যদেরও ভোট গণনা করা হবে।

খ) কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্যদের মধ্য থেকে পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার কারণে এবং/বা অন্যবিধ কারণে যদি পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, আর কোনো বিকল্প সদস্য নেই, এবং এক/একাধিক পূর্ণাঙ্গ সদস্যের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজন বোধ করলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কমরেডদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

গ) এভাবে কো-অপ্ট করা সদস্যদের সংখ্যা কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না।

৪৬নং ধারা ঃ

ক) পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।

খ) কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো কারণে যদি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে সেই নির্দিষ্ট প্রশ্নে বিকল্প সদস্যদের ভোট/মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে তা সমাধান করতে হবে। তাতেও সমাধান না হলে পার্টির নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে তা সমাধান করতে হবে।

গ) কেন্দ্রীয় কমিটির সকল পূর্ণাঙ্গ সদস্যসহ সকল সদস্য উপস্থিত থাকলেই তাকে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বলা যাবে।

৪৭নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য "পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন" সংক্রান্ত ধারাসমূহের বিরোধী নয় এমন কার্যবিধি/গঠনতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন তৈরি করবে এবং তা নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

৪৮নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি অধিবেশন কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের দ্বারা অনুমোদিত পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে পার্টির নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের তালিকা তৈরি করবে।

খ) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে এই কমরেডদেরসহ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভাই কেন্দ্রীয় কমিটির "বর্ধিত অধিবেশন" নামে পরিচিত।

অধ্যায় ঃ ১৩

পার্টির স্থানীয় সংগঠন

৪৯নং ধারা ঃ

ক) বিভিন্ন স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলোর কংগ্রেস নিম্নোক্ত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে–

– বিভাগ/রণনৈতিক অঞ্চল/অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিভাগগুলোর কংগ্রেস হবে সাধারণভাবে প্রতি দুই বছরে একবার।

বিশেষ অবস্থায় তা আগানো বা পিছানো যেতে পারে।

– এর নিম্নতর স্তরে কংগ্রেস হবে প্রতি বছরে একবার।

– স্থানীয় পার্টি-কমিটিই সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ইত্যাদি পদগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করবে এবং তাতে কর্মকর্তাদেরকে নির্বাচন করবে।

অধ্যায় ঃ ১৪

পার্টির প্রাথমিক সংগঠন

৫০নং ধারা ঃ

ক) কল-কারখানা, খনি ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, শ্রমক্ষেত্র বা ফ্রন্ট, গ্রাম বা গ্রামসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-কার্যালয়-প্রতিষ্ঠান, শহর, পাড়া, বাহিনীর প্লাটুন ও অন্যান্য প্রাথমিক ইউনিটে সাধারণত পার্টি-শাখা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পার্টি-শাখায় কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য থাকবেন।

খ) যেখানে সদস্য কম সেখানে, অথবা সদস্য না থাকলে পার্টি-প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায়। নিয়মিত কমিটি বা নেতৃত্বগ্রুপ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পার্টি-প্রতিনিধি সংগঠক ও পরিচালক হিসেবে কাজ পরিচালনা করবেন।

গ) যেখানে পার্টি-সদস্য অপেক্ষাকৃত বেশি রয়েছে, অথবা বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন হলে সংযুক্ত পার্টি-শাখা বা প্রাথমিক পার্টি-কমিটি প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৫১নং ধারা ঃ

ক) পার্টির প্রাথমিক সংগঠনকে অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের মহান লাল পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। সর্বহারা শ্রেণির রাজনীতিকে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোজনের রীতিকে, জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগের রীতিকে, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার রীতিকে বিকশিত করতে হবে। তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঃ

১। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে সজীবতার সাথে অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করার জন্য পার্টি-সদস্য ও ব্যাপক জনসাধারণকে নেতৃত্ব দান করা।

২। পার্টি-সদস্য ও ব্যাপক জনসাধারণকে গণযুদ্ধসহ সকল ধরনের বিপ্লবী ও দৈনন্দিন শ্রেণি সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে নেতৃত্বদান করা। তাদেরকে পার্টির আশু ও চূড়ান্ত কর্মসূচিতে শিক্ষাদান করা। সকল সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সকল শ্রেণি ও জাতীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করতে নেতৃত্ব দেয়া। এবং পার্টির নেতৃত্বে প্রধান ধরনের সংগঠন হিসেবে বাহিনী গড়ে তোলা এবং তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তার জন্য বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠন গড়ে তোলা।

৩। কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে ব্যাপক বিপ্লবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, বিপ্লবের পক্ষের বিভিন্ন শ্রেণি ও দলসহ ব্যাপক জনগণের ফ্রন্ট গড়ে তোলা, একে বিকশিত ও সুসংহত করা।

৪। পার্টির নীতি প্রচার করা ও তা বাস্তবে রূপায়িত করা, পার্টির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা এবং পার্টি কর্তৃক অর্পিত প্রতিটি কর্তব্য সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

৫। জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা, সব সময় জনসাধারণের মতামত ও দাবি-দাওয়া শোনা। পার্টির ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ এবং ক্ষুদে বুর্জোয়া ও শোষক শ্রেণির মতাদর্শ ও তার প্রকাশের বিরুদ্ধে সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো, যাতে করে পার্টির জীবন সজীব ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে।

৬। নতুন সদস্যদেরকে পার্টিতে গ্রহণ করা, পার্টির শৃঙ্খলা পালন করা, সব সময় পার্টির সংগঠনকে শুদ্ধিকরণ করা, বাসিটা বর্জন ও টাটকাটা গ্রহণ করা এবং পার্টির সংগঠনের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা।

৭। বেশি বেশি সংখ্যায় সার্বক্ষণিক ও পেশাদার বিপ্লবী গড়ে তোলা এবং উচ্চতর স্তরে তাদেরকে সরবরাহ করা যাতে পার্টি তার সামগ্রিক পরিকল্পনাধীনে দেশব্যাপী পার্টি ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে ও শক্তিশালী করতে পারে।

অধ্যায় ঃ ১৫

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম

৫২নং ধারা ঃ

ক) কোনো পার্টি-সদস্য কোনো বিষয়ে পার্টি-শাখা বা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীতে তার ভিন্নমত পোষণ করতে পারবেন এবং তা নিয়ে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালাতে পারবেন।

খ) তবে তিনি তার নিজস্ব মত প্রয়োগ করতে বা যত্রতত্র প্রচার করতে পারবেন না। পার্টির দ্বারা গৃহীত মত ও সিদ্ধান্তই তাকে প্রয়োগ ও প্রচার করতে হবে।

গ) আন্তঃপার্টি সংগ্রামের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী তাকে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালাতে হবে।

এ পদ্ধতি কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্ধারণ করবে এবং পার্টির নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের মতামতের দ্বারা তা অনুমোদিত হতে হবে।

৫৩নং ধারা ঃ

আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

– স্পষ্টতই পার্টির মূল তাত্ত্বিক ভিত্তির বিপরীত কোনো মত আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালানোর সুযোগ পাবে না।

– তবে যে কোনো বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা চালানোকে পার্টি বন্ধ করে দেয় না।

অধ্যায় ঃ ১৬

সংবিধান সংশোধন ও স্থগিত রাখা

৫৪নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটি/কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে সংবিধানের কোনো অংশ স্থগিত রাখতে পারবে।

খ) তবে তা কেন্দ্রীয় কমিটিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হতে হবে।

গ) এতে বিকল্প সদস্যদেরও ভোট থাকবে।

ঘ) এবং নে-গু কমরেডদের দ্বারা এটা অনুমোদিত হতে হবে।

৫৫নং ধারা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় কমিটি/কেন্দ্রীয় সংস্থা সংবিধানের কোনো ধারায় সংশোধনী বা সংযোজনী আনতে চাইলে তাতে পার্টির নে-গু কমরেডদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন লাগবে।

অধ্যায় ঃ ১৭

অর্থ ও আর্থিক নীতি

৫৬নং ধারা ঃ

ক) পার্টির আর্থিক উৎস হলো সদস্য-চাঁদা, পার্টি-সদস্য ও সহানুভূতিশীলদের প্রদত্ত লেভী, পেশাদার বিপ্লবীদের উৎসর্গিত সম্পদ, অন্য দরদীদের প্রদত্ত বিশেষ অনুদান, জনগণের থেকে গণ-সাহায্য, শত্রু-জরিমানার অর্থ, শত্রুর/রাষ্ট্রীয় দখলকৃত সম্পদাদি প্রভৃতি।

খ) সাধারণত সদস্য-চাঁদা ও লেভীর অর্থ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ পরিচালনার জন্য ব্যয় হবে।

– জরিমানা, গণ-সাহায্য প্রভৃতির অর্থ কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী কেন্দ্রে ও শাখাগুলোতে বণ্টিত হবে।